بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২৯ জুন ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৯ জুন ২০১২-এর (২৯ এহসান, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আমেরিকার বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্। দ্বিতীয়বারের মত আজ আমি এ জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জামাতগুলোতে আমাদের যেসব জলসা অনুষ্ঠিত হয় তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত কাদিয়ানের জলসার আদলে হয়ে থাকে। জামাতের সদস্যদেরকে প্রকৃত কল্যাণের উত্তরাধিকারী বানানোই ছিল এর মূখ্য উদ্দেশ্য। যা জামাতের সদস্যদের ইহ ও পরকালকে সুনিশ্চিত করেছে। আর একে তারা নিজেদের জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে আশিস ও কল্যাণের উত্তরাধিকারী হতে থাকবে। আর সত্যিকার খোদাভীতি অবলম্বনের ফলেই এ কল্যাণরাজি লাভ হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক আহমদীর কাছে এ মান অর্জনের প্রত্যাশা রেখেছেন এবং সেসব লক্ষ্য অর্জনের প্রতি যারা দৃষ্টিপাত করে না তাদের প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

অতএব এ জলসা যেখানে কল্যাণরাজির উপকরণ নিয়ে আসে সেখানে একজন সত্যিকার আহমদীর জন্য বড় ভয়ের কারণও বটে। আল্লাহ্ তা'লা বছরে একবার তাকে একটি বিশেষ পরিবেশে অবস্থান করে আত্মসংশোধনের সুযোগ দিয়েছেন। নিজের দুর্বলতাগুলো দূর করার সুযোগ করে দিয়েছেন। নবোদ্যমে নিজের ঈমান, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতায় ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টির এবং একে দৃঢ় করার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু তা অর্জন করা এবং এসবের সদ্ব্যহারের পুরো চেষ্টা করা হয়নি। আর চেষ্টা করা হলেও পরবর্তিতে তা আর ধরে রাখতে পারেনি। একজন আহমদী জলসার কল্যাণরাজি এবং আশিস যদি সঠিকভাবে উপলব্ধি করে আর তা অর্জনেরও চেষ্টা করে, তারপর প্রতি বছর জলসায় যোগদানের মাধ্যমে এসব কল্যাণ এবং পবিত্র পরিবর্তন একত্রিত করতে থাকে, তাহলে আমরা প্রতি বছর প্রত্যেক আহমদীকে তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতির নিত্য নতুন সোপান মাড়াতে দেখব। আর উন্নতির এই সোপানই আমাদেরকে ঐ স্থানে উপনীত করবে যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দেখতে চান।

অতএব জলসায় অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আন্তরিক ইচ্ছার প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। জলসা আয়োজন করার পেছনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে উদ্দেশ্য ছিল, সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। তিনি সেই উদ্দেশ্য এভাবে বর্ণনা করেছেন, **'এ জগত সংসারের চেয়ে পরকালের প্রতি বেশি দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়'**। আর মনোযোগ নিবদ্ধ করা ও পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে এ মানে উপনীত হবার জন্য তিনি একথার প্রতি অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন, অর্থাৎ **'তোমরা নিজেদের ভেতর তাক্বওয়া সৃষ্টি কর'**। অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়-ভীতি রেখে আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান কর এবং মানবাধিকারও

আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে প্রদান কর; আর এরই নাম তাক্বওয়া। আল্লাহ্‌র অধিকার সমুহের মধ্যে আল্লাহ্‌র ইবাদত হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আর ইবাদতের মধ্যে নামায সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, **'এটি ইবাদতের সার বা মগজ'**। একজন সত্যিকার মু'মিনের এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং আল্লাহ্ তা'লার এই অধিকার সম্পর্কে গত খুতবায় আমি আলোকপাত করেছিলাম। যারা তা শোনেন নি, তারা এটি শুনুন এবং নিজ ইবাদতের নূন্যতম মান অর্জনের চেষ্টা করুন। আপনি যখন এ জলসায় নামাযের প্রতি মনোযোগী হবেন অথবা পরিবেশের কারণে আপনাকে যখন বাজামাত নামায পড়তে হবে তখন একে আপনাদের জীবনের অংশ বানিয়ে নিন। জলসার দিনগুলোতে বিশেষভাবে এই দোয়া করুন এবং চেষ্টা করুন যাতে আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে স্বীয় এই ফরয এবং আল্লাহ্ তা'লার এ অধিকারকে যথার্থভাবে প্রদান করার সৌভাগ্য দান করেন। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিতে চাই আর তা হল, জলসার অনুষ্ঠান ও দূর-দূরান্ত থেকে আগত মুসাফিরদের জন্য নামায জমা পড়ানো হয় আর শরীয়ত এর অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু নিজেদের বাড়িতে এবং কোন কারণ ছাড়া নামায জমা করার কোন অনুমতি নেই। মনে হয় কোন কোন বাড়িতে নিয়মিত নামায জমা করা হয়। কেননা ছেলে-মেয়েদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়, দিনে কয় ওয়াক্ত নামায পড়তে হয়? তখন অনেকে উত্তর দেয়, তিন ওয়াক্ত। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, সেসব বাড়িতে যথারীতি নামাযের ব্যবস্থা নেই। পবিত্র কুরআন পাঁচ বেলার নামায আবশ্যক করেছে। মহানবী (সা.) তাঁর সুন্নতের মাধ্যমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় সম্বন্ধেও অবহিত করেছেন আর তা (নামায) কীভাবে পড়তে হবে তাও দেখিয়ে দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ের প্রতি বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গত খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে আমি এ বিষয়ে যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

অতএব গুরুত্বপূর্ণ এ দায়িত্বের প্রতি অধিক মনোযোগ দিন এবং তাক্বওয়ার মানকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের জন্য শুধু নামায পড়াকেই যেন যথেষ্ট মনে করা না হয়। বরং অন্যান্য ইবাদতও আবশ্যক আর তা পালন করাও জরুরী। এছাড়া নফল পড়াও আবশ্যক। নিজেদের নামায সমূহকে নফল দ্বারা সুসজ্জিত করুন। তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য নফলের প্রতিও মনোযোগী হোন। এ তিন দিনে তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি অনেকেরই মনোযোগ নিবদ্ধ হবে, যেহেতু মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছে এখন একে জীবনের অংশ বানিয়ে নিন। কেননা ফরযের ঘাটতি নফল দ্বারা পূর্ণ হয়, আর নফলের মধ্যে তাহাজ্জুদের গুরুত্ব অপরিসীম।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, **'আমাদের জামাতের উচিত তারা যেন তাহাজ্জুদ নামাযকে আবশ্যক জ্ঞান করে। যে বেশি পড়তে পারে না সে যেন কমপক্ষে দু'রাকাতই পড়ে কেননা সে এতে দোয়া করার সুযোগ পাবে, সে সময়ের দোয়াতে এক প্রকার বিশেষ প্রভাব থাকে। কেননা সত্যিকার আবেগ ও বেদনার সাথে তা নির্গত হয়'**। হুযূর (আ.) বলেন, **'হৃদয়ে এক প্রকার জ্বালা ও বিশেষ বেদনা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি আরামের ঘুম ভেঙ্গে উঠতে পারে না। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া বলে দেয়, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অন্বেষণে মানুষ তার ঘুম পরিত্যাগ করে'**।

তিনি (আ.) বলেন, **'অতএব সে সময় জাগ্রত হওয়াই মূলতঃ হৃদয়ে এক প্রকার বেদনা সৃষ্টি করে যারফলে দোয়াতে আকুতি-মিনতি ও ব্যাকুলতার অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং এই ব্যাকুলতা ও অস্থিরতাই দোয়া গৃহীত হবার কারণ হয়'**।

অতএব এই হল তাহাজ্জুদের গুরুত্ব। এর জন্য জাগ্রত হওয়াই মানুষের মাঝে এক ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে যার জন্য অধিকাংশ মানুষ রাতে দেরীতে ঘুমায়। নিঃসন্দেহে এ অবস্থায় তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা তাক্বওয়া ও পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির অনেক বড় একটি মাধ্যম। অতএব ইবাদতের এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা মানুষকে যেখানে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদান করে সেখানে মানুষের নিজের উপকারের জন্যও বড় শক্তিশালী অস্ত্র।

একজন সত্যিকারের মু'মিনের উপর আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের পর সবচেয়ে বড় অর্পিত দায়িত্ব হল, তার ভাইয়ের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। এ হল মানবের অধিকার যা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য। মানবতার স্বার্থে পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) বারংবার উপদেশ দিয়েছেন। আর এ প্রেক্ষিতে একজন মু'মিনের অপর মু'মিনের উপর অধিকার অনেক বেশি। এ ব্যাপারে মহানবী (সা.) জোরালোভাবে উপদেশ দিয়েছেন যা পালনের চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, **'অপরের জন্য নিজ হৃদয়ে নম্রতা, মমতা ও সহানুভূতি সৃষ্টি কর। আর তা যেন শুধু জলসা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ না থাকে বরং দৈনন্দিন জীবনেও এর বহিঃপ্রকাশ ঘটা চাই'**। অনেক সময় ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে এক ভাই অপর ভাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় আর আমি দেখেছি, অনেক সময় কয়েক বছর পর্যন্ত তারা অসন্তুষ্ট থাকে। আর এই অসন্তুষ্টি পরবর্তিতে অন্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও ছড়িয়ে পরে। এছাড়া নম্রতা, স্নেহ ও সহমর্মিতা এবং পরস্পরের অনুভূতির প্রতি যত্নবান হবার ক্ষেত্রে যদি ঘাটতি দেখা দেয় এবং অনেক সময় যখন ঘরেও সহানুভূতির অভাব দেখা দয়ে তখন সংসার ভাঙ্গতে আরম্ভ করে। এক সময় আমরা বলতাম, অতিরিক্ত স্বাধীনতার কারণে পাশ্চাত্যে পারিবারিক অশান্তি এবং তালাকের হার অনেক বেশী। এখানে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের আবেগ ও অনুভূতির প্রতি যত্নবান নয়। এক পর্যায়ে তারা একে অপরের সঙ্গে নম্রতা ও প্রেম-প্রীতির সাথে কথা বলা পছন্দ করে না। পরিণামে তাদের ভালবাসা শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। এর কারণ হল, এখানকার পরিবেশের কারণে পরস্পরের প্রতি আস্থা থাকে না। অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে এবং পরিণামে সংসার ভেঙ্গে যায়। এটি আমাদের জন্যও অনেক চিন্তার বিষয়, আহমদী পরিবারগুলোতে দিন দিন অশান্তি বেড়ে চলেছে এবং এর দরুন সংসার ভাঙছে। বিভিন্ন স্থান থেকে কাযা ও জামাতের ইসলাহী কমিটির যে রিপোর্ট আমি পাই তা থেকে জানা যায় অধিকাংশ স্থানে তালাক ও খোলার হার বেড়ে চলেছে।

অতএব প্রত্যেক আহমদীকে নম্রতা, স্নেহ ও সহানুভূতির প্রতিটি দিক অবলম্বন করা আবশ্যক। আর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের গন্ডিকে প্রসারিত করতে হবে তবেই আমরা প্রকৃত আহমদী হতে পারব। কাজেই এ জলসায়ও বিশেষভাবে এদিকে দৃষ্টি দিন আর এর উন্নত মান অর্জনের চেষ্টা করুন এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকার করুন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে পূর্ণ আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছি। আমাদের সর্বদা একথা মনে রাখতে হবে, আমরা পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করার ও তাক্বওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকার নবায়ন করেছি। নতুবা আমরা বয়আতের অঙ্গীকারও পুর্ণ করতে পারব না আর না-ই জলসার কল্যাণ হতে লাভবান হতে পারব। জলসার দিনগুলোতে আপনারা নযম ও তারানা পড়েন, এমটিএ'তে সরাসরি সম্প্রচারের ফলে তাতে আমেজ সৃষ্টির প্রয়াস চলে। অত্যন্ত জোরালো কণ্ঠে 'এদিন কল্যাণের' নযম পাঠ করা হয়। কাজেই বরকতের দিনগুলো থেকে লাভবান হবার জন্য তাক্বওয়া অর্জন আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের শিক্ষা পূর্ণরূপে অনুসরণ করা প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা আবশ্যক নতুবা কল্যাণের দিন হলেও আমরা তা থেকে লাভবান হতে পারব না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'তোমরা কোন জাগতিক মেলায় আসো নি যে, যতটা লাভবান হবার হলে আর চলে গেলে। বরং এর প্রকৃত কল্যাণে ভূষিত হবার চেষ্টা কর'**। এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে কি চান? তৎসংক্রান্ত কয়েকটি উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিটি কথা বরং এক একটি কথা এমন যার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক ব্যক্তি খোদাপ্রেমিক মানুষে পরিণত হতে পারে। স্বীয় নেতা ও অনুসরণীয় মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে মানুষকে খোদাভক্ত মানুষে পরিণত করাই ছিল তাঁকে প্রেরণের উদ্দেশ্য। সর্ব প্রথম আমি তাঁর ভাষায় তাঁর পদমর্যাদা ও এর

গুরুত্ব এবং তাঁর পূর্ণ আনুগত্যের বিষয় বর্ণনা করছি। তিনি (আ.) বলেছেন, **'তোমরা যারা আমার হাতে বয়আত করেছ, আর আমাকে মসীহ্ মওউদ ও ন্যায় বিচারক হিসেবে মান্য করেছ, আমাকে মানার পর আমার কোন সিদ্ধান্ত বা কর্মের বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ে যদি কোন ধরনের সংশয় থাকে তাহলে নিজের ঈমানের বিষয়ে চিন্তা কর। যে ঈমান সংশয় ও সন্দেহে ভরা তা ফলপ্রদ হয় না। কিন্তু যদি তুমি সত্য নিষ্ঠ হৃদয়ে বিশ্বাস কর যে, সত্যিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ন্যায় বিচারক, তাহলে তাঁর সিদ্ধান্ত ও কর্মের সামনে সমর্পণ কর। আর তাঁর সিদ্ধান্তগুলোকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখ; যাতে তুমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র উক্তিকে সম্মান ও মাহত্ম্য প্রদানকারী সাব্যস্ত হতে পার। রসূল (সা.)-এর এই সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, তিনি তোমাদের ইমাম হবেন আর তিনি ন্যায় বিচারকের আসনে বসে সুবিচার করবেন'**।

আমরা যদি তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পূর্ণরূপে অনুসরণের চেষ্টা করি কেবল তখনই তাঁর (আ.) সিদ্ধান্তসমূহকে সম্মান প্রদানকারী গণ্য হতে পারি। তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, তাঁর কথা ও তাঁর সিদ্ধান্তকে যারা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং তদনুসারে চলে তারা কেবল তাঁর কথার প্রতিই শ্রদ্ধাশীল নয় বরং মহানবী (সা.)-এর কথাকেও সম্মান ও মাহত্ম্য প্রদান করে।

অতএব এটি আমাদের সৌভাগ্য, আমরা সে-ই ইমামকে গ্রহণ করেছি, যিনি সব কথা প্রাঞ্জলভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যেন কেউ বলতে না পারে যে, মহানবী (সা.) যে বিষয় বর্ণনা করেছিলেন তা আমরা বুঝতে ভুল করেছি। অতএব একজন আহমদী যখন বয়আত করে তখন সর্বদা তার নিজ দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জাগতিক কামনা-বাসনা ও জাগতিক চাওয়া-পাওয়া যাকে বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করা থেকে দূরে ঠেলে দেয় প্রকৃতপক্ষে এমন মানুষের বয়াতের অঙ্গীকার আর বয়আতের অঙ্গীকার থাকে না।

অতএব জলসার এ দিনগুলোতে এই দিক থেকেও প্রত্যেক আহমদীকে আত্মবিশ্লেষণ করা আবশ্যক। জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **'খোদা তা'লা এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন আর এর সমর্থনে শত শত নিদর্শন প্রকাশ করেছেন— কেননা এটি সাহাবার জামাত। দ্বিতীয়তঃ যেন খায়রুল কুরুন অর্থাৎ প্রথম শতাব্দীগুলোর সোনালী যুগ আবার ফিরে আসে। যারা এই জামাতে প্রবেশ করবেন তারা যেহেতু ওয়া আখারিনা মিনহুমের গন্ডিভূক্ত তাই তারা যেন মিথ্যা কার্যকলাপের পোষাক খুলে ফেলে সম্পূর্ণ মনোযোগ খোদা তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করেন'**। অতএব খোদা তা'লা যেহেতু আমাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পর চিরস্থায়ী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাই তা থেকে আমাদের কল্যাণমন্ডিত হবার মানসে আমদেরকে খায়রুল কুরুন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যুগকে ধরে রাখার চেষ্টা করে যাওয়া উচিত। প্রজন্ম পরম্পরায় এই প্রেরণা সঞ্চালিত করে যেতে হবে। আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজ খোদা তা'লার সন্তুষ্টিনুসারে হওয়া আবশ্যক। যদি এমনটি না হয় তাহলে আমরা সেই সর্বোত্তম যুগের আকাঙ্খা পোষণকারী হতে পারি না; হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যার উল্লেখ করেছেন। বরং পুনরায় আমরা অন্ধকার যুগে হারিয়ে যাবো, তাই এ উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এরপর তিনি (আ.) আরো বলেন, **'খোদাকে স্মরণের ক্ষেত্রে যেখানে আমার অনুসারীদের একটি বিশেষত্ব থাকবে সেখানে পারস্পরিক প্রীতি ও ভালবাসার ক্ষেত্রেও বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়'**। কেবলমাত্র খোদাকে স্মরণের ক্ষেত্রে নয় বরং জামাতের ভেতর পারস্পরিক সম্পর্কের গন্ডিতে প্রীতি ও ভালবাসার একটি বিশেষ মান থাকা চাই; তিনি (আ.) নিজ অনুসারীদের কাছে এ প্রত্যাশাই ব্যক্ত করেছেন। এমন অবস্থা যদি সৃষ্টি হয় কেবল তবেই আমরা সেই জামাত হতে পারি যা আখারীনদের জামাত বলে পরিচিত। পারস্পরিক প্রীতি ও ভালবাসার গন্ডিকে তিনি সম্প্রসারিত করে বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেভাবে যদি আমাদের প্রত্যেকেই অধিকার প্রদান আরম্ভ করে তবে কয়েক বছরের মাঝে আমরা এক বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হব।

তিনি (আ.) বলেন, **'মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতার ক্ষেত্রে আমার ধর্ম হল, যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রুর জন্য দোয়া না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরী মন পরিস্কার হয় না'**। অতএব দেখুন! আমাদের মাঝে এমন কতজন আছেন যারা এমন ধারণা নিয়ে দোয়ার গন্ডিকে প্রসারিত করে? এমন চিন্তা-চেতনা থাকলে জামাতের ভেতর যে কতক সমস্যার সৃষ্টি হয়, তা কোন অবস্থাতেই সৃষ্টি হবার কথা নয়।

একজন মু'মিন যদি তার বিরোধী, শত্রু এবং যারা মু'মিন নয় তাদের জন্য দোয়া করে তাহলে আপনজনের ক্ষেত্রে দোয়ায় এক নুতন মাত্রা যোগ হবার কথা আর দোয়ায় একাগ্রতা থাকার কথা। দোয়া যদি এমনভাবে করা হয় আর অন্যের আবেগ-অনুভূতির প্রতি যদি কেউ শ্রদ্ধাশীল হয় তাহলে তাদের প্রতি খোদার স্নেহদৃষ্টি পড়ে। আর যার উপর আল্লাহ্‌র কৃপাদৃষ্টি পড়ে তার ইহ ও পরকাল উভয়ই সুন্দর হয়ে যায়। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ নসীহতকেও আমাদের সর্বদা সামনে রাখতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, **'তোমাদের প্রতি খোদা তা'লার বড়ই অনুগ্রহ, তিনি তোমাদেরকে সেই শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছেন এবং সত্য সনাক্ত করার চোখ দিয়েছেন'**। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হাতে বয়আত করার তৌফীক দান করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ না হলে তোমরাও তাদের অন্তর্ভূক্ত হতে যারা গালমন্দ করে। যে জিনিসটি তোমাদেরকে এ থেকে বিরত রেখেছে তা হল আল্লাহ্ তা'লার কৃপা'**। তিনি (আ.) বলেন, **'এটি মনে করাই যথেষ্ট ভেবো না যে, আমরা মুসলমান। ইসলাম একটি বড় সম্পদ এর মূল্যায়ন কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর'**। অতএব নামে মুসলমান হওয়া এবং আহমদী হওয়া কোন অর্থ রাখে না আসল কথা হল, ইসলাম ও আহমদীয়াত গ্রহণের আদলে আল্লাহ্ তা'লা যে অনুগ্রহ করেছেন তার মূল্যায়ন করার আবশ্যকতা রয়েছে আর এর মূল্যায়ন কীভাবে হতে পারে? তিনি (আ.) বলেন, **'এর (ইসলামের) মাঝে যে দর্শন রয়েছে তা কেবল বুলি আওড়ালেই লাভ হয় না। আল্লাহ্ তা'লার সকল শিক্ষার অধীনে জীবন যাপনের নামই হল ইসলাম'**। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার যতগুলো আদেশ-নিষেধ রয়েছে তা শিরোধার্য করার নামই হল ইসলাম আর এর সারকথা হল, খোদার প্রকৃত ও পরিপূর্ণ আনুগত্য। সে-ই মুসলমান যে নিজের পুরো সত্তাকে খোদা তা'লার সামনে সমর্পন করে। কোন মু'মিন এমন অবস্থায় উপনীত হয় তখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াত, **بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** অর্থাৎ: প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি খোদা তা'লার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিবে আর সে যদি অনুগ্রহশীল হয় সেক্ষেত্রে তার প্রতিদান তার প্রভু-প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না (সূরা আল্ বাকারা: ১১৩)।

আল্লাহ্ তা'লা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তিই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে খোদার সন্ধানে থাকবে, অন্যান্য সব বিষয়ের উপর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেবে, তার ভয় ও দুঃশ্চিন্তা আল্লাহ্ তা'লা দূর করবেন। 'এহসান' অর্থ হচ্ছে অন্যের সাথে সদ্ব্যবহার করা। এমন ব্যবহার যেখানে কোন ব্যক্তিস্বার্থ থাকে না। নিজ জ্ঞান ও কর্মের মূল লক্ষ্য পুণ্যার্জন, এটি এর আর একটি অর্থ। একজন মানুষের সব কাজ এবং সব জ্ঞান পুণ্যকর্মের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়া আর কোনক্রমেই তার জীবনে পাপের অনুপ্রবেশ না ঘটা, প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে সেই অবস্থা যা অর্জন হলে বলা যায় যে, মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ আছে। অতএব প্রত্যেক আহমদীকে এ অবস্থানে উপনীত হওয়া আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'এ অবস্থাই আমাদেরকে প্রকৃত মুসলমান বানায়'**। অতএব বয়আত করার পর কেবল বয়আত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, একেই সবকিছু মনে করে বসে যাওয়া ঠিক হবে না যে, আমরা আহমদী হয়েছি, বরং নিজেদের মান উন্নত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বয়আত গ্রহণকারীদের সৌভাগ্য সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, **'আমি সত্যি সত্যি বলছি, এটি এমন এক অনুষ্ঠান যা আল্লাহ্ তা'লা সৌভাগ্যবানদের জন্য নির্ধারণ করেছেন'**। অর্থাৎ সেসব ব্যক্তিবর্গের জন্য যারা

আহমদীয়াতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। **‘সৌভাগ্যবান তারা যারা এথেকে কল্যাণ অন্বেষণ করে। তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছ, তোমরা কখনো এ বিষয়ে গৌরব বোধ করো না যে, তোমাদের যা কিছু পাবার তা পেয়ে গেছ। এটি সত্য যে, তোমরা এসব অস্বীকারকারীদের তুলনায় সৌভাগ্যের অধিক নিকটতর। অর্থাৎ সেই অস্বীকারকারীদের তুলনায় তোমরা সৌভাগ্যের অধিকতর নিকটবর্তী যারা ঘৃণ্য অস্বীকার ও অবমাননা দ্বারা খোদা তা’লাকে অসন্তুষ্ট করেছে। এটিও সত্য যে, তোমরা সুধারণার বশবর্তী হয়ে খোদা তা’লার ক্রোধ থেকে নিজেদের রক্ষা করার কথা ভেবেছ। সত্য কথা হল, তোমরা সেই ঝর্ণার নিকটে পৌঁছেছো যা এখন খোদা তা’লা তাঁর চিরস্থায়ী জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। হ্যাঁ, এখনো পানি পান করা বাকী আছে। অতএব খোদা তা’লার কৃপা ও বদান্যতার দোহাই দিয়ে সৌভাগ্য যাচনা কর– যেন তিনি তোমাদের পরিতৃপ্ত করেন। কেননা খোদাকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই হতে পারে না। খোদা তা’লা না চাইলে কিছুই হতে পারে না। তোমরা পানি পান করতে পারবে না। কেবল আহমদীয়াতভূক্ত হয়েই এথেকে কল্যাণ লাভ করতে পারবে না’**। তিনি (আ.) বলেন, **‘আমি জানি নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি এ ঝর্ণা থেকে পান করবে সে কখনো ধ্বংস হবে না। কেননা এ পানি প্রাণপদ এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা করে আর শয়তানের আক্রমন থেকে সুরক্ষিত রাখে। এ প্রস্রবন থেকে পরিতৃপ্ত হবার উপায় কী? উপায় হচ্ছে, খোদা তা’লা তোমাদের জন্য যে দু’টি দায়িত্ব (আল্লাহ্‌র ও বান্দার অধিকার) নির্ধারণ করেছেন তা যথাযথভাবে এবং পূর্ণরূপে প্রদান কর। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে খোদার, অপরটি সৃষ্টির’**।

অতএব এটি হচ্ছে সেই অবস্থা এবং সেই মর্যাদা যা আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের ভেতর সৃষ্টি ও অবলম্বন করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এটিও আমাদের প্রতি একটি বড় অনুগ্রহ যে, অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের উন্নত মানে উপনীত করার জন্য জলসার মত একটি অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছেন যেখানে আমরা পুণ্যের কথা শুনে এবং একে অন্যের পুণ্য প্রভাবে সেই মান অর্জনের প্রতি মনোযোগী হতে পারি যা তিনি (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চেয়েছেন।

অতঃপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তিনি (আ.) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, প্রত্যেক আহমদীর সেদিকে গভীরভাবে মনোযোগী হওয়া উচিত আর তা হচ্ছে, নিজের জ্ঞানগত মানকে উন্নত করা। বর্তমান সমাজে পার্থিব জ্ঞানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ রয়েছে, কিন্তু ধর্ম শিক্ষার প্রতি মনোযোগ কম। তিনি (আ.) বলেন, **‘সত্যিকার পরিবর্তন, তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন’**। এ ধর্মীয় জ্ঞান বর্তমানে কেবলমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব। তিনি আমাদের কাছে তাঁর গ্রন্থাবলীর বিশাল ভান্ডার রেখে গেছেন যা জ্ঞান ও নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মনি মুক্তায় সমৃদ্ধ। অতএব এগুলো পাঠের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। যারা উর্দূ জানে না তাদের উচিত যে সমস্ত পুস্তক ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হয়েছে সেগুলো পড়া। চার পাঁচ খন্ডের আকারে কিছু নির্বাচিত অংশ রয়েছে সেগুলোর প্রতিও দৃষ্টি দিন। যারা উর্দূ জানেন তারা উর্দূতে পড়ুন কেননা এগুলো আমাদের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি প্রখর করার অনেক বড় মাধ্যম। কেননা তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তা পবিত্র কুরআনের তফসীর বৈ অন্য কিছু নয়। এ যুগে পবিত্র কুরআনে অন্তর্নিহিত জ্ঞান খোদা তা’লা সবচেয়ে বেশী তাঁকে দান করেছেন। অধিকহারে কুরআন করীম পড়ার ব্যাপারে তিনি (আ.) বলেন, **‘আল্লাহ তা’লা স্বীয় অনুগ্রহে আমার সামনে স্পষ্ট করেছেন, কুরআন শরীফ একটি জীবন্ত ও সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে আমি তাদেরকে বার বার এ বিষয়ের নসিহত করছি, খোদা তালা এই জামাতকে তত্ত্ব ও সত্যের পর্দা উম্মোচনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন কেননা এটি ছাড়া ব্যবহারিক জীবনে কোন জ্যোতি ও আলো সৃষ্টি হয় না’**। কুরআন করীমের জ্ঞান থাকলে পরেই তত্ত্ব ও নিগুঢ় আধ্যাত্মিক রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। এটি ব্যতিরেকে জীবনে কোন ধরনের জ্যোতি, আলো এবং ধর্মীয় জ্ঞান লাভ হতে পারে না। তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **‘আমি চাই কর্মের ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠতার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট হোক।**

খোদা তালা এই কাজের জন্য আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তাই কুরআন শরীফ অধীকহারে পাঠ কর শুধু কিচ্ছা কাহিনীস্বরূপ নয় বরং দর্শন ভেবে পড়'।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেহেতু প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার পাশাপাশি তাঁর মান্যকারীদের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণ করেছেন তাই আমাদের দায়িত্ব, আমরাও যেন পবিত্র কুরআনকে বুঝি, পড়ি এবং এর সৌন্দর্য ও অপরূপ বৈশিষ্ট্যকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করি এবং তাদের কাছে পৌঁছাই। বর্তমান যুগে আমাদের কাছে তবলীগের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল, পবিত্র কুরআন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বা পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উঠে আমরা এই অস্ত্র কীভাবে ব্যবহার করব? নতুন প্রজন্মের এ ধরনের কোন হীনমন্যতায় বা কমপ্লেক্সে ভোগার কোন কারণ নেই। এ অস্ত্রের মাধ্যমেই সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ হবে। অতএব এটি আমাদের শিখতে হবে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছাতে হবে। পবিত্র কুরআন পাঠ করা, বুঝা এবং এর মাধ্যমে আপত্তিকারীদের মুখ বন্ধ করার দায়িত্ব আজ আমাদের উপর ন্যস্ত। এখানে প্রতিনিয়ত পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.) সম্পর্কে যে ঘৃণ্য আপত্তি করা হয় এগুলোর অপনোদন করার দায়িত্ব আজ আমাদের। আর এটি কেবল গুটি কতক লোকের কাজ নয়, খোদ্দামুল আহমদীয়ার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন কোন সদস্যের মাধ্যমে বা মজলিস আনসার সুলতানুল কলম গঠন করা হয়েছে– এখন একেই আমরা যথেষ্ট মনে করব। এমন নয়, বরং প্রত্যেক আহমদী নর-নারী, আবালবৃদ্ধবনিতাকে এদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত যেন আমাদের প্রত্যেকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচারকারীদের অর্ন্তভূক্ত হতে পারি।

তিনি(আ.) বলেন, **'এই জামাতভূক্ত হয়ে তোমার সত্তা যেন পৃথক হয়ে যায়। তুমি এক নতুন জীবন যাপনকারী মানুষে পরিণত হয়ে যাও, তুমি প্রথমে যেমন ছিলে তেমনই যেন না থাক। এটি মনে করো না, খোদা তা'লার রাস্তায় পরিচালিত হওয়ায় তুমি পরমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে অথবা তোমার অনেক শত্রু সৃষ্টি হবে। না! খোদার আঁচল যে আকড়ে ধরে সে কখনো পরমুখাপেক্ষী হয় না। তার উপর দুর্দিন আপতিত হতে পারে না অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যদি বিপদাপদ আসেও সে এটিকে অনুভবই করে না। বরং সে দিনটি তার জন্য বেহেশ্তের দিন হয়ে থাকে। খোদার ফিরিশ্তা মায়ের মত তাকে কোলে তুলে নেয়। সেই কষ্টের যুগে আল্লাহ্ তা'লার সাথে এক সুগভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে আর এই সম্পর্কের ফলে আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশ্তাকে আদেশ করেন এমন ব্যক্তিবর্গকে নিজের ক্রোড়ে নিয়ে নাও'।**

অতএব এই গুটিকতক বাক্য আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেসব উপদেশাবলী থেকে বর্ণনা করেছি যা তিনি বিভিন্ন সময় আমাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলে গেছেন। আমাদের উচিত, তা মেনে চলার চেষ্টা করা। নিজেদের জীবনে এমন এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করা যার ফলে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি। যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, আমাদের এই জলসা কার্যতঃ আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় এবং জ্ঞানগত উন্নতির জন্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

অতএব জলসার দিনগুলোতে জলসার পরিবেশ এবং এখানকার বক্তৃতা সমূহ থেকে অনেক বেশি লাভবান হবার চেষ্টা করুন আর প্রত্যেকে আত্মজিজ্ঞাসা করুন! আমি কি সেই মান অর্জন করছি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন? কেবল তবেই আমরা সঠিক অর্থে জলসায় অংশ গ্রহণের ফায়েদা হাসিল করতে পারব আর এর বরকত থেকে কল্যাণমন্ডিতও হতে পারব; না হয় এটিও বাহ্যিক মেলার মত একটি মেলাই হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এই উদ্দেশ্য অর্জনের সৌভাগ্যদান করুন।

ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে নিজের গন্ডিতে এবং চারপাশের পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এটি জলসার পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আপনাদের সুরক্ষার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

দেখা যায়, কর্তব্য পালনরত অবস্থায় এমনও অনেকে আছেন যারা নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেয় না। তাই যথারীতি নামাযের ব্যবস্থা হওয়া চাই, কর্মীরা বিশেষভাবে এই নির্দেশ স্মরণ রাখবেন আর যারা নিগরান তারা এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। একইভাবে জলসার সময় যিক্‌রে এলাহীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন; এটি জলসার অনেক বড় একটি উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত)